COAST Trust

জলবায়ু সক্ষমতা

CJRF প্রকল্পের প্রকাশনা

সংখ্যা- ২৫; অক্টোবর ২০২০ ॥ আশ্বিন, ১৪২৭

বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় কোস্ট ট্রাস্ট জলবায়ুর পরিবর্তন অভিযোজনের লক্ষ্যে "Climate Justice Resilient Fund-CJRF" শিরোনামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে ১ জানুয়ারী, ২০১৮ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। প্রকল্পটির মাধ্যমে কোস্ট ট্রাস্ট স্থানীয় সহযোগী সংস্থাদের সাথে জলবায়ুর পরিবর্তন ও জলবায়ু অভিবাসী ইস্যুতে আনুষ্ঠানিক জোট গঠনে সহয়তা করছে এবং যুবক, নারী ও শিশুদের সচেতন করার লক্ষ্যে কমিউনিটি ও অ্যামেচার রেডিও এর মাধ্যমে সচেতনতা ও শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান প্রচার করছে, হতদরিদ্রদের জন্য জলবায়ু সহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক প্রযুক্তি প্রদান করছে।বর্তমানে উপকূলীয় ৭ টি জেলায় এই প্রকল্পেটির কার্যক্রম বাস্তবায়ন হচ্ছে।

জলাবদ্ধ জমিতে বস্তায় সবজি চাষে-সফল আবিয়া বেগম

বস্তায় সবজি চারার যত্ন নিচ্ছেন আবিয়া বেগম-ছবি-মো: পারভেজ, টিও, সিজেআরএফ প্রজেক্ট,কৈয়াবিল,কুতুবদিয়া,কক্সবাজার।

জলবায়ু পরিবর্তনের কারনে বাংলাদেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্থ উপকূলীয় এলাকাগুলোর মধ্যে কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলা অন্যতম। চারিদিকে সাগড়বেষ্টিত এই দ্বীপে নেই পর্যাপ্ত বেড়িবাধ, যেটুকু আছে সেগুলো খবই দুর্বল ও নিচু প্রকৃতির। নিয়মিত জলোচ্ছাসে বিস্তৃর্ন অঞ্চল প্লাবিত হয়, জলাবদ্ধতা ও লবণাক্ততার কারনে এই অঞ্চলের জমিগুলোতে প্রায় সময় কোন ফসলই ফলেনা। ফসলের উৎপাদন কমে যাওয়ায় কৃষকের আয় কমছে, দারিদ্রতা বাড়ছে সেই সাথে পরিবারগুলো অপুষ্টির শিকার হচ্ছে। অন্য কোন উপায় না থাকায় স্থানীয়রা জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র চলে যেতে বাধ্য হচ্ছে।

নিজের বাগান থেকে সবজি সংগ্রহ করছেন আবিয়া বেগম-ছবি-মো: পারভেজ, টিও, সিজেআরএফ প্রজেক্ট,কৈয়াবিল,কুতুবদিয়া,কক্সবাজার।

কুতুবদিয়া উপজেলার কৈয়ারবিল ইউনিয়নের ১ নং ওয়ার্ড এর বিন্দাপাড়া গ্রামের বাসিন্দা আবিয়া বেগম, স্বামী কবির আহম্মদ পেশায় দিন মজুর, তিন ছেলে ও চার মেয়ে নিয়ে তাদের সংসার। বসতভিটা ছারা অন্য কোন জমি না থাকায় স্থাণীয় এনজিও থেকে ঋনের টাকা নিয়ে ৪০ শতাংশ জমি বর্গা নিয়ে খিরার চাষ করেছিলেন, গাছ বড় হয়েও উঠছিলো, কিন্তু জমি নিচু হওয়ায় আকস্মিক বর্ষা ও জোয়ারের পানিতে সবগুলো গাছ মারা যায়, ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়েন তিনি, ঋনের টাকা পরিশোধের দু:শ্চিন্তায় অস্থির হয়ে উঠেন। স্থানীয় পর্যায়ে কৃষকদের মধ্যে জলবায়ু সহিষ্ণু বিভিন্ন প্রকার আয় বৃদ্ধিমূলক প্রযুক্তির সম্প্রসারনে কোস্ট ট্রাস্ট সিজেআরএফ প্রকল্প উপকূলীয় এলাকায় কাজ করছে দীর্ঘদিন। স্থাণীয় কৃষকদের সাথে উঠোন বৈঠকের মাধ্যমে এই প্রচারনার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। আবিয়া বেগম তেমনই একটি উঠোন বৈঠকে অংশগ্রহন করে বস্তা পদ্ধতিতে সবজি চাষ সম্পর্কে জানতে পারেন।

তিনি এই পদ্ধতিতে সবজি চাষে আগ্রহী হয়ে উঠেন এবং টেকনিকাল অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে তার পরামর্শ অনুযায়ী প্রায় ২৫টি বস্তায় লাউ, সীম ও বরবটির বীজ বপন করেন। নিয়মিত পরিচর্যার কারনে অল্প কিছু দিনের মধ্যেই বস্তায় লাউ, সীম ও বরবটির গাছ বেড়ে উঠে এবং ভালো ফলন হয়।এরই মধ্যে গেল অক্টোবর মাসে তিনি প্রায় ৭০০ টাকার বরবটি বিক্রি করেছেন।

আবিয়া বেগম জানালেন আশা করছি এই মৌসুমে অন্তত ১২-১৩ হাজার টাকার সবজি বাজারে বিক্রি করতে পারবো,এই পদ্ধতিতে সবজি চাষের বড় সুবিধা হচ্ছে জলাবদ্ধ জমিতে চাষ করা যায়, জোয়ারের পানিতে ফসলের কোন ক্ষতি
হয় না, জায়গাও কম লাগে,খরচও কম হয় আবার সারা বছর ধরেই চাষ করা যায় । আমার দেখাদেখি অনেকেই এখন এই পদ্ধতিতে চাষবাদ শুরু করেছে। তিনি আরো বলেন এখন থেকে বস্তায় সারা বছর ধরেই বিভিন্ন সবজি চাষ করবো আর ঝুকি নিবো না ।

কার্যক্রমের কৌশল নির্ধারনে সিজেআরএফ পার্টনারদের মধ্যে অনলাইন সভা অনুষ্ঠিত।

সিজেআরএফ প্রকল্পের পার্টনারদের মধ্যে অনলাইন সভায় অংশগ্রহনকারীগণ- ২১ অক্টোবর ২০২০, ছবি- সালেহীন সরফরাজ, সিজেআরএফ-ঢাকা।

কোস্ট, সিজেআরএফ প্রকল্পের চলতি বছরের কার্যক্রমসমূহ বাস্তবায়নের কৌশল নির্ধারনে পার্টনারদের মধ্যে অনলাইন সভা গত ২১ অক্টোবর সকাল ১১.০০টায় অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রকল্পের পোগ্রাম হেড- এম. এ.হাসানের সঞ্চালনয় অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় প্রকল্পের অন্যান্য পার্টনার সংগঠনের প্রতিনিধি সহ প্রকল্পের সকল সহকর্মীরা অংশগ্রহন করেন।সভায় নতুন কার্যক্রম বাস্তবায়নের কৌশলগুলো চুড়ান্ত করা হয় এবং বাস্তবায়নের কর্মপরিকল্পনাও ঠিক করা হয়। বিশেষত করোনা প্রতিরোধে

কমিউনিট পর্যায়ে সচেতনতামূলক প্রচারনার কার্যক্রম বাস্তবায়নের স্থানসমূহ চিহ্নিত করা, প্রচারনার কৌশলসমূহ, জেলে সম্প্রদায়ের কমিটি গঠন প্রক্রিয়া,স্থান ও দায়িত্ব সমুহ এবং মাসিক প্রতিবেদন সহ অন্যান্য বিষয়গুলো গুরুত্বসহকারে আলোচিত হয়।

মাচায় ছাগল পালনে স্বাবলম্বী মানিকজান, অন্যদের কাছে ও অনুকরণীয় হয়ে উঠছেন।

মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন করে নিজে স্বাবলম্বী হওয়ার পাশাপশি অন্যান্য দরীদ্র নারীদের কাছে ও অনুকরণীয় হচ্ছেন মানিকজান বেগম।তার এই সফলতায় অনুপ্রানিত হয়ে আশেপাশের নারীরাও এখন এই পদ্ধতিতে ছাগল পালনে আগ্রহী হয়ে উঠছে।

দারিদ্র পরিবারে জন্ম নেয়া মানিকজান ৩য় শ্রেণীর বেশি লেখা পড়া করতে পারেননি।নিজেদের কোন জায়গা জমি না থাকায় স্বন্দীপ উপজেলার আজিমপুর ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের সরকারি বেরি বাঁধের পাশে পরিবার নিয়ে বাস করেন মানিকজান। স্বামী মো: রিদোয়ান পেশায় একজন জেলে, সাগড়ে মাছ ধরেন, ১ ছেলে ও ১ মেয়ে সহ পরিবারের মোট সদস্য সংখ্যা ৬ জন।

মাছ ধরার আয় খুবই সামান্য যা দিয়ে সংসার ও সন্তানদের লেখা পড়ার খরচ কোনভাবেই চলে না, তার মধ্যে ঘনঘন প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও নিষেধাজ্ঞার কবলে পড়ে প্রায় সময় মাছ ধরা বন্ধ থাকে।দারিদ্রতার এই দুর্বিষহ জীবন থেকে মুক্তি পেতে মানিকজান কিছু টাকা ঋন নিয়ে ২টি ছাগল ক্রয় করে, কিন্ত গতানুগতিক ধারায় ভেজা ও স্যাঁতস্যাঁতে স্থানে ছাগল পালনের কারনে রোগবালাই লেগেই থাকতো এবং খুব শীঘ্রই তার ১ টি ছাগল মারা যায়। অর্থনৈতিক ক্ষয় ক্ষতির মুখে একেবারেই দিশেহারা হয়ে পড়েন মানিকজান,তার স্বাবলম্বী হওয়ার স্বপ্ন ও ভেঙ্গে যায়।

স্থানীয় পর্যায়ে কৃষকদের মধ্যে জলবায়ু সহিষ্ণু বিভিন্ন প্রকার আয় বৃদ্ধিমূলক প্রযুক্তির সম্প্রসারনে এসডিআই,সিজেআরএফ প্রকল্প উপকূলীয় উপজেলা

ছাগলের যত্ন নিচ্ছেন মানিকজান বেগম, আজিমপুর ইউনিয়ন, স্বন্দীপ, চট্টগ্রাম- ছবি: মো: ফয়সাল,টিও এসডিআই।

স্বন্দীপে কাজ করছে দীর্ঘদিন। স্থাণীয় কৃষকদের সাথে উঠোন বৈঠকের মাধ্যমে এই প্রচারনার কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। মানিকজান বেগম তেমনই একটি উঠোন বৈঠকে অংশগ্রহন করে মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন সম্পর্কে জানতে পারেন এবং টেকনিক্যাল অফিসারের সাথে যোগাযোগ করে তার পরামর্শ অনুযায়ী গেল বছরের শুরুতে ছাগলের জন্য মাচা তৈরি করেন এবং আরো ৩ টি ছাগল ক্রয় করে নিয়ম-মাফিক পরিচর্যা করতে থাকেন, এর ফলে ছাগলের রোগ বালাই এর প্রকোপ কমে যায় এবং অর্থনৈতিক ক্ষতির পরিমান ও হ্রাস পায়।

মানিকজানের কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন গেল মাসে ৫টি ছাগল ৩৫০০০/-(পয়ত্রিশহজার) টাকায় বিক্রি করেছি, আরো ৯ টি ছাগল আছে এগুলোর বাজার মূল্য এখন প্রায় ৫০,০০০/-(পঞ্চাশ হাজার) টাকা। তিনি আক্ষেপের সুরে বলেন এই পদ্ধতিতে যদি আরো আগে ছাগল পালন করতাম তাহলে এতদিন আর আমার সংসারে অভাব থাকতো না। এই পদ্ধতির সুবিধা কি জানতে চাইলে তিনি বলেন আগে স্যাঁতস্যাঁতে জায়গায় যেমন- মাটিতে ছাগল পালন করতাম, ছাগলের অসুখ বিসুখ লেগেই থাকতো,খরচা পরতো বেশি, আবার মরে যেত,আল্লাহর রহমতে এখন পর্যন্ত একটা ছাগল ও আর মরে নাই। আগেতো লাভ হতোইনা বরং চালান পুঁজিও সব যেত। এখন মাচা শুকনা থাকে,আলো বাতাস ও পর্যাপ্ত পায়, বন্যার সময় কোন সমস্যা হয় না,অসুখ বিসুখ খুব কম হয়।

জলবায়ু সহনশীল স্থানীয় কৌশল সম্প্রসারনে প্রচারনা কার্যক্রম

প্রচারনা কার্যক্রম পরিচালনা করছেন কমিউনিটি এক্সটেনশন ওয়ার্কার, ছবি- মো: ফয়সাল, টেকনিক্যাল অফিসার, এসডিআই, স্বন্দীপ,চট্রগ্রাম।

ঝুঁকিপূর্ণ উপকূলীয় অঞ্চলে সিজেআরএফ প্রকল্প কমিউনিটি পর্যায়ে জলবায়ু সহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক কৌশল সম্প্রসারনে প্রচারনামূলক বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করছে।ক্রমাগত জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে এইসকল অঞ্চলের সাধারণ মানুষ প্রায়শই আর্থ-সামাজিক সঙ্কটের মুখোমুখি হচ্ছে এবং চরম দারিদ্রতার মাঝে জীবন যাপন করছে। দেখা দিচ্ছে প্রকট খাদ্যাভাব এবং বিভিন্ন রোগে তারা আক্রান্ত হচ্ছে। তাদের আয় কমে যাচ্ছে,দরিদ্র মানুষ আরও বেশি দারিদ্রতার শিকার হচ্ছে ।

প্রচারাভিযান পরিচালনার জন্য জলবায়ুসহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক কৌশল (সিআইজিটি), বিশুদ্ধ পানি ও পয়:নিস্কাশন এবং স্বাস্থ্যসচেতনতামুলক বার্তাসমূহ নির্বাচন করা হয়েছে। বিচ্ছিন্ন ও ঝুঁকিপূর্ণ অঞ্চলে জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও বাস্তব জীবনে অনুশীলন এর মাধ্যমে আর্থসামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখাই এই প্রচারণার মূল লক্ষ্য।

উঠান বৈঠকের মাধ্যমে এই কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে, এতে ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেনী পেশার মানুষ অংশ গ্রহণ করছে। উঠান বৈঠকের মাধ্যমে অনুষ্ঠিত এই প্রচারনায় অংশগ্রহনকারীদের সুবিদার্থে বিষয়বস্তু ও ছবি সম্বলিত ফ্লিপ চার্ট ব্যবহার করা হচ্ছে। এই প্রচারনার মাধ্যমে ক্ষতিগ্রস্থ কমিউনিটি বিশেষ করে নারী ও কিশোরী মেয়েরা নিরাপদ খাবার পানি এবং জলবায়ু সহিষ্ণু স্যানিটেশন ব্যবাহার, জলবায়ু সহিষ্ণু টেকসই কৃষি পদ্ধতিগুলো যেমন- রংপুর মডেল, বস্তা পদ্ধতিতে সবজি চাষ, ট্রিপল এফ মডেল (সমন্বিত চাষ পদ্ধতি-মাছ, ফল ও বন) এবং মাচা পদ্ধতিতে ছাগল পালন সম্পর্কে ধারনা লাভ করছে এবং নিজেরা অনুশীলন করছে, আর্থিকভাবে লরাভবান হওয়ায় তাদের মধ্যে আত্নবিশ্বাষ তৈরি হচ্ছে। প্রকল্পের টেকনিক্যাল অফিসার ক্যামাপইন পরিচালনা করছেন।

সিজেআরএফ প্রকল্পের কার্যক্রম,লক্ষ্য ও অর্জন অক্টোবর-২০২০

ক্রম	কার্যক্রম	লক্ষ্য	অর্জন
১	লবণাক্ততা পরিমাপের জন্য পিপিটি পর্যবেক্ষণ	০২	০২
২	সকল স্টাফদের সাথে মাসিক অনলাইন মিটিং	০১	০১
৩	পার্টনারদের সাথে অনলাইন মিটিং	০১	০১
৪	সিএআইজিটি, নিরাপদ খাবার পানি ও স্যানিটারি ল্যাট্রিন সম্প্রসারণে প্রচারণা	৫০	৪৪
৫	জলবায়ু সহিষ্ণু আয়বর্ধনমূলক প্রযুক্তি সম্প্রসারণে উপকরণ বিতরণ	২৮	২৪
৬	জলবায়ু সহিষ্ণু টয়লেট বিতরন	১১	১১
৭	প্রান্তিক জেলে সম্প্রদায়ের কমিটি গঠন (পুরুষ)	১৫	১০
৮	প্রান্তিক জেলে সম্প্রদায়ের কমিটি গঠন (নারী)	১০	৬

এই প্রকাশনাটি তৈরিতে প্রয়োজনীয় তথ্য দিয়ে ''সিজেআরএফ'' প্রকল্পের সকল সহকর্মী সহযোগিতা করেছেন।

বিস্তারিত তথ্য ও যোগাযোগের জন্য:
মো : আবুল হাসান, প্রোগ্রাম হেড-কোস্ট ট্রাস্ট, সিজেআরএফ প্রকল্প।
মোবাইল : ০১৭০৮১২০৩৩৩, hasan@coastbd.net
মো: সালেহীন সরফরাজ, সমন্বয়কারী, পার্টনারশিপ এন্ড এডভোকেসি
কোস্ট ট্রাস্ট- সিজেআরএফ প্রকল্প।
যোগাযোগ: ০১৭০৮১২০৩৩৫, anik@coastbd.net
প্রকল্প কার্যালয়- শ্যামলী, ঢাকা থেকে প্রকাশিত ও সংরক্ষিত www.coastbd.net